□

কীভাবে ঘটল আজ প্রায় মনেই পড়ে না।

প্রায় ম্যাজিকের মতো।

১৪-সালের মাঝামাঝি 'ফার' বা 'ফোরাম ফর আর্ট অ্যান্ড রিসার্চ'-এর সাপ্তাহিক আড্ডায়, গল্প-গাছার ফাঁকে, এক ধরনের অতৃপ্তি প্রকাশ পায়। কারণ হল এই, আমাদের কথাবার্তা জমতে না জমতেই সকলকে উঠে পড়তে হচ্ছে। কেউ যাবেন যাদবপুর, কেউ সল্ট লেক, কেউ হাওড়া। আবার কেউ-বা বেহালা। সুতরাং, কলকাতার বাইরে, দিন তিন-চারেকের জন্য একটা বাধাবন্ধহীন আলাপচারিতার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

কর্মটির একটা ভারিক্কি গোছের নামও স্থির হল— 'কলোক্যুয়াম'। অর্থাৎ সেই খোলামেলা আড্ডাই। তবে সামান্য গোছানো। বাড়ির রান্নাঘরের তাক আর কি। স্থান? পার্বতী মুখোপাধ্যায় তাঁর ঘাটশিলার আবাসটি

অফার করলেন। সঙ্গে পাওয়া যাবে বিভূতি স্মৃতি-সঙ্ঘের অতিথিশালা। সময় ? পুজোর পর। পুজোর পর ঘাটশিলা! অনেকে তক্ষুনি রাজি।

এবার বিষয়। আমরা এ ওর দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে, একটি দুটি প্রস্তাব মাদুরে পড়ল। শেষে রফা হল, বিষয় হবে— বিমূর্ততা। বিমূর্ততা ও তার প্রক্রিয়া। 'অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রোসেসেস্ অফ অ্যাবস্ট্রাকশন।' বেশ ভালোই শোনাল কথা ক-টি। জ্ঞানী এক দার্শনিক পরে ভয় দেখালেন— 'তোমরা পাগল হয়েছ ? ও-সব নিয়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটল ভাবতেন।' কিন্তু সাঁতার না-জানা লোকেরও কি সময় সময় ইচ্ছে হয় না স্রোতে লাফিয়ে পড়ি ? জলবুনো হয়ে উঠি ?

এবার টাকাকড়ি। 'ফার' তার ঝোলাঝুলি ঝেড়ে কিছু অর্থসাহায্য করতে রাজি হল।

এগিয়ে এল 'যোগসূত্র'। তারা সমস্তটা ডকুমেন্ট করবে। এবং একটি সংখ্যাও তারা প্রকাশ করতে রাজি। ঐ ঘাটশিলা কলোকুয়ামের উপর। সেই সম্মতির অভিজ্ঞান আপনি এখন পাঠ করছেন।

যদিও এইসব লিখিত রচনায় ধরা পড়েনি আলোচনাকালীন কথার-পিঠে-কথার চমকপ্রদ আলোড়ন, যুক্তি-নাকচের শাণিত বিদ্যুত, নতুন কোনো তত্ত্বের ঘুমভাঙা সৌন্দর্য এবং বিস্ময়বোধ, হাস্যপরিহাস ও অবিশ্বাসীর ভ্রূবিলাস।

এবার কাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে? ছবি-আঁকিয়েরা তো যাবেনই। কবি-লেখকরাও যাবেন। সমালোচকরা যাবেন। কিছু ছাত্র-ছাত্রী যাবেন।

বিশেষজ্ঞরা যাবেন না ? অধ্যাপকরা ? হ্যাঁ, তাঁরাও যাবেন! তবে একটি শর্তে— মিহির চক্রবর্তী নির্দেশ দিলেন। তাঁরা এই মানসিকতা নিয়ে যাবেন যে ঐ সভায় তাঁরা কিছু পাবেন বলে এসেছেন, অন্যদের জ্ঞান দিতে নয়। হাততালি পড়ল।

শেষ পর্যন্ত যাঁরা যোগ দিতে পেরেছিলেন তাঁদের সামগ্রিক নামের তালিকাটি (পদবীর ইংরেজি অ-কারাদি ক্রমে) পেশ করি : সুদীপ ব্যানার্জি, মানস বসু, প্রভাত বসু, শিবাজীপ্রতিম বসু, উৎপলকুমার বসু, প্রদীপ বসু, মিহির চক্রবর্তী, নমিতা চৌধুরী, অশোক চন্দ, অনিন্দ্য চাকী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিজন চৌধুরী, সুনীল দে, অর্পিতা দে, অভিজিৎ দাস, অমিতাভ ধর, বাঁধন দাস, সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত, ভুমেন গুহ, কালীকৃষ্ণ গুহ, সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার, গণেশ হালুই, প্রকাশ কর্মকার, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, মাধব মিত্র, তপন মিত্র, তন্দ্রা মিত্র, মনসিজ মজুমদার, অসীম

রক্ষিত, মানস রায়, স্বপ্না সেন, শ্যামলী সুর ও নবীনানন্দ সেন। কলকাতা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও টাটা থেকে কিছু ছাত্র ও উৎসাহী ছেলেমেয়েরা খবর পেয়ে নিজেরাই হাজির হলেন। কলকাতার আর্ট কলেজের স্টুডেন্টরাও হাজির। শুনেছি তাঁরা রাত্রে সুবর্ণরেখার পাথরে শুয়ে থাকতেন। সভায় কাটাতেন সারাদিন। আমাদের অতিথিরা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে গিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য। দু-একজনকে অবশ্য আমরা এ-বিষয়ে রাগে আনতে পারিনি।

এবার বলি সভা বা কলোক্যুয়াম কীভাবে চলত। প্রথমত, ঘাটশিলায় যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ও বিতর্কিত এবং যাঁরা অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী তাঁরা সৃজনকর্মে ও চিন্তার গভীরতায় বয়স্কদেরই সমতুল্য। এ ছাড়া শ্রোতা এবং আলোচনায় ছোটভাবে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছিলেনই। স্থানীয় অধ্যাপক দু-একজন এসেছিলেন।

প্রথম দিন, বিকেলে, সভার শুরুতে, আমার উপর দায়িত্ব ছিল অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর এবং সেই সূত্রে প্রাসঙ্গিক দু-একটা কথা বলার। আমি অনুরোধ করেছিলাম বক্তারা যেন মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে তাঁদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন। কারণ বক্তা, শ্রোতারা এবং সঞ্চালক যেন একত্রে, পরে, আলোচনায় পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারেন। বহু সদুপদেশের মতো, এসব কথায় কেউ কান দেয়নি।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে বক্তা, শ্রোতাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে, তাঁর বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে অনুধাবনের প্রেরণা লাভ করেছেন। এই কলোক্যুয়াম বা আলাপচারিতা থেকে কোনও প্রস্তাব গঠিত হয়নি, কোনও পলিসি বা সিদ্ধান্তজড়িত জটিলতায় আমাদের বিব্রত হতে হয়নি। আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছ চিন্তা, মুক্ত প্রয়োগ ও স্বাধীন অনুসন্ধান।

আমাদের ভাবনার বিষয় যদিও ছিল বিমূর্ততা বিষয়ক প্রশ্নাদি— স্বভাবতই বক্তারা প্রক্ষিপ্ত কিছু প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেননি।

যাঁরা ততটা বলিয়ে-কইয়ে নন, তাঁরা ছবি একেছেন, কবিতা লিখেছেন।

আমরা অনুভব করেছি যাঁরা উপস্থিত হতে পারেননি তাঁদের অলক্ষ্য প্রভাব —মাদ্রাজে অমিতাভ সেনগুপ্ত, দিল্লীতে রবীন মণ্ডল, ঢাকায় শুভেন্দু দাশগুপ্ত, শান্তিনিকেতনে যোগেন চৌধুরী, কলকাতায় বিনয় ঘোষ এবং রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথা বহুবার ভেবেছেন, উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা, ছবি এবং বিবিধ শ্রমের ছাপ এই সংখ্যায় আছে।

আরও আছে কিছু মৌলিক এবং বিশিষ্ট ভাবনা-সম্বলিত রচনা যা আমরা পরবর্তীকালে সংগ্রহ করেছি। এঁরা যেন আমাদের নতুন বন্ধু— অরুণ নাগ ও শুভানন রায়। মিহির চক্রবর্তীর গণিত-বিষয়ক রচনার প্রাসঙ্গিক সংযোজন এসেছে সুদীপকুমার আচার্য ও পার্থপ্রতিম ঘোষের কাছ থেকে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর ইমানুয়েল কান্ট-বিষয়ক সংযোজনটি এই সেদিন হাতে পেলাম।

আমাদের কিছু কিছু দোষের কথাও বলা দরকার। কয়েকটি বিষয়ের জন্য উপযুক্ত কোনও অংশগ্রহণকারীকে আমরা পাইনি বা তেমনভাবে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। অবহেলিত হয়েছে বিজ্ঞান, নৃত্য, নাট্যশাস্ত্র, মনোবিদ্যা ও সংযোগতত্ত্ব। বিমূর্ততার আলোচনায় ধর্মজ্ঞানী এবং সমাজকর্মী-রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপস্থিতিও মেনে নেওয়া চলে না।

আরেকটি ছোট স্খলনের কথা বলি। আমরা ঘাটশিলায় বেশ কিছুটা সময় ছোটদের এবং প্রতিবন্ধীদের বিমূর্ত চিন্তা ও তার প্রকাশ (ভাষায়, ছবি আঁকায় ও হাতের কাজে) নিয়ে আলোচনা করেছি। এই সংখ্যায় তার কোনও লিখিত প্রতিবেদন নেই।

অনিরুদ্ধ লাহিড়ি এবং নবীনানন্দ সেনের উজ্জ্বল ভাষ্য থেকেও আপনারা বঞ্চিত হলেন। বিজন চৌধুরীর ছবি শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

আমাদের সভা বা কলোক্যুয়াম শুরু হত সকাল ন-টায়। মধ্যে স্নান-খাওয়ার বিরতি ছিল। কিন্তু তখনও বৈঠক চলত। অনেক রাতে ছাদে বসে, আলোচনার ক্লান্ত শেষ পর্যায়ে আমরা দেখেছি আকাশ তামার খনির লাল আগুন ও ধোঁয়ায় ভরে গেছে। তখন কেউ কেউ গান ধরতেন।

আমার, ব্যক্তিগত ভাবে, অনেককে ধন্যবাদ দেওয়ার আছে। অশোক চন্দ, তপন মিত্র, সুনীল দে, পার্বতী মুখোপাধ্যায় এবং মিহির চক্রবর্তীর সাংগঠনিক প্রতিভাকে সেলাম। বিভূতি স্মৃতি-সঙ্ঘের অতিথিশালার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নবপত্র প্রকাশনীর প্রসূন বসু। পথের পাশে যে ছোট্ট হোটেলটিতে আমরা খেতে যেতাম সেটিও আজ আমাদের স্মৃতির অঙ্গ।

ফেরার পথে একটি প্রশ্নই আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছি— 'আবার কবে এমন একটা মেলামেশা হবে?'

উৎপলকুমার বসু